যুগান্তর

তারিখ ... 7 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেক শিক্ষক মূল শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে

মুশতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' মনোভাব ভয়াবহ আকারে বেড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষকই মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দেশের ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১ হাজার ৩শ' শিক্ষক বর্তমানে দেশেই নেই। তারা সবাই উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশ গেছেন। এছাড়া আরও দুই সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও সহস্রাধিক শিক্ষক। সবমিলিয়ে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার ৬৮ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষকই বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের ঐ 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' মনোভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সার্বিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পড়েছে এক ধরনের শিক্ষক সংকটে। যে কারণে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষা ছুটিতে কড়াকড়ি আরোপ করে পরিপত্র জারি

শিক্ষকদের শিক্ষাছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, কোন বিভাগের সর্বাধিক ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক ছুটিতে যেতে পারবে না। তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিশেষ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পত্র প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল আলম মনির নামে লোকপ্রশাসনের একজন শিক্ষক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে পড়ে সম্প্রতি চাকরিতে ইস্তফাও দিয়েছেন। তবে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকে শিক্ষকদের এ মনোভাবকে 'অনৈতিক' হিসেবে আখ্যায়িত করে 'অবক্ষয়' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, সিদ্ধান্ত নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। কেননা, একটা 'লিমিট' থাকা দরকার। নইলে শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চলবে। আর ক্লাসে গেলেও গবেষণা হয়। কেননা, সেটাও তার অধ্যাপনের অংশ; গবেষণার জন্য কেবল যে ছুটি নিতে হবে তা নয়। মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

শিক্ষক : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাছুটিতে অবস্থান করছেন : হাজার ৩০১ শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬০ জন আছেন প্রেষণে। বিদেশে অননুমোদিত ছুটি নিয়ে অবস্থান করছেন ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ জন শিক্ষক। এছাড়া ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন ১ হাজার ৯৯৫ জন। সূত্র মতে, প্রকৃত চিত্র আরও করুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা কিংবা পূর্ণকালীন শিক্ষকের বিষয়ে অনেক সময়ই সঠিক তথ্য দেয় না। এছাড়া আয়ের ১০ ভাগ ওভারহেড চার্জ হিসাবে দেয়ার ভয়ে অনেকে নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি বা এনওসিই নেন না।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন মতে, ছুটি নেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০ জন শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে আছেন আরও ১২১ জন শিক্ষক। যাদের মধ্যে ১১০ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেষণে নিয়োজিত আছেন আরও ৬৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ১১০ শিক্ষকের স্থলে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেরই চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ২০ জন শিক্ষককে চাকরিতে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। আর ৫ জনের চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

ছুটি নেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে থাকলেও অনুপাতগত দিক থেকে এগিয়ে যথাক্রমে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক ৫৫ ভাগ শিক্ষক পর্যন্ত ছুটিতে আছেন। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কিভাবে।

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৯ জন শিক্ষক আছেন। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বা ৩৫ জনই আছেন শিক্ষাছুটিতে। আরও একজন অননুমোদিত ছুটিতে আছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ জন শিক্ষকের ২৪ জনই আছেন শিক্ষাছুটিতে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৮ জনের মধ্যে ৫৭ জনই ছুটিতে। আর ৫ জন বাইরে প্রেষণে কাজ করছেন। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩ জনের মধ্যে ৪৬ জন ছুটিতে। একজন প্রেষণে এবং অবৈধভাবে ২ জন বাইরে রয়েছেন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শিক্ষকের ৩৬ জনই আছেন শিক্ষাছুটিতে। আর ২ জন আছেন প্রেষণে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮৭ জনই আছেন ছুটিতে। ছুটি ভোগকারীর মধ্যে একজনের আবার ছুটির মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬৮ জনের মধ্যে ১২০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ২০ জন ছুটি শেষেও ফিরে আসেননি।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭৩ শিক্ষকের মধ্যে ১৫৫ জন আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ১৩৪ জন শিক্ষাছুটিতে, ৩ জন অবৈধ ছুটিতে ও ১৮ জন প্রেষণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২৬ শিক্ষকের মধ্যে ১৩৫ জন রয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। এর মধ্যে ১২৩ জন শিক্ষাছুটিতে ও ১২ জন আছেন প্রেষণে। বুয়েটের ৪২৫ শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষাছুটিতে আছেন ১১৭ জন। ৮ জন আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৬৯১ জন। এর মধ্যে ১২ জনই আছেন প্রেষণে। ১১ জন অবৈধ ছুটি ভোগকারীসহ মোট ১০৬ জন আছেন ছুটিতে।